জুপিটার

শ্রীমতী বাণী রায়

• মিত্রালয় •
॥ ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৯ ।

॥ দুই টাকা ॥

: লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ :

পুনরাবৃত্তি

প্রেম

বর্ষাবিজয়

রঞ্জনরশ্মি

শ্রীলতা ও শম্পা

মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীমুরারিমোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

জুপিটার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

লেখিকা অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে। কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তিনি অপরিচিতা নন। শক্তিমতী লেখিকা বলে অনেকেই তাঁকে জানে। সে শক্তির পরিচয় এ গ্রন্থে অনেক আছে।

এই কবিতাগুলি বাঙালী পাঠককে কিছু নুতন আস্বাদ দেবে —প্রধানতঃ দুই কারণে। কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে একটা ঋজু দৃঢ়তা আছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা পুরুষের নয়, নারীর। এই দৃঢ়তার সাধনায় লেখিকা নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিকে আবৃত করে সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে পুরুষের মত ভাবতে ও দেখতে চেষ্টা করেন নি, যদিও দৃঢ়তা পুরুষোচিত গুণ বলেই পরিচিত। এ কাজ সহজ নয়। কাব্য ও সাহিত্য আজ পর্যন্ত মোটের উপর পুরুষের সৃষ্টি। সেই জন্য অল্পসংখ্যক মেয়ে যাঁরা লেখেন, তাঁরা প্রধানত পুরুষের মতই লিখতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাঁদের অনুভূতি ও দৃষ্টির যে অংশ পুরুষ-বিলক্ষণ, তার প্রকাশকে কাব্য ও সাহিত্যের মর্যাদা দেন না ; বিশেষ লিরিক কবিতায়, যেখানে নিজের মনকে প্রকাশ করতে হয়। মুখের পর্দা ঘুচানো সহজ, মনের পর্দা তোলা কঠিন কাজ। নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টির অবিকৃত প্রকাশ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। কিন্তু সে সাহস কেবল শক্তিশালী লেখকদেরই থাকে। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। চেষ্টাকৃত বিদ্রোহের উৎসাহে নয়, সহজ স্বাভাবিকতায়।

এই কবিতাগুলির দ্বিতীয় বিশেষত্ব এদের বিষয়-বস্তু, উপমা, রূপক, ধ্বনির অবলম্বন যে পুরাণ ও সাহিত্য তা প্রধানত বিদেশী —গ্রীক ও ইউরোপীয়। এ চেষ্টা অতি-আধুনিক বাংলা কবিতায় পূর্বে হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মন প্রথমেই বিমুখ হয় একে কাব্যে নূতনত্ব আনার সহজ মেকানিকাল উপায় ও কলেজে অধীত ও অধ্যাপয়িতব্য বিদ্যার প্রকাশ মনে করে। যে কাব্য প্রাচীন পুরাণ ও পূর্বতন কাব্য থেকে সৃষ্টির উপাদান আনে, ক্রোচে যাকে বলেছেন 'সাহিত্যিক সাহিত্য', তা সার্থক হয় যদি কবি ও পাঠকের মন সে পুরাণ ও সাহিত্যের সুরে এমন বাঁধা থাকে যে, ঘা পড়লেই বিচিত্র ঝঙ্কার জাগে। বিদেশী পুরাণ ও সাহিত্য সম্বন্ধে এর সম্ভাবনা কম, যদিও প্রথম বয়স থেকেই আমরা তাতে কৃতশ্রম। লেখিকা এক কবিতায় বলেছেন—

> বিজাতীয় ভাব রক্তে বহে খরতর
> স্বদেশ ত্যজিয়া বিদেশের পথে পথে
> করি বিচরণ।

সত্য কথা বলতে এর সবটা রক্তে মেশে নি (কারণ তা অসম্ভব) অনেকটা আছে মগজে। কিন্তু এ কবিতাগুলি যিনি পড়বেন, তিনিই দেখতে পাবেন যে কতকটা কবির রক্তেই মিশেছে, এবং সেখানে তার ব্যবহার ও প্রকাশ হয়েছে সহজ ও স্বাভাবিক।

> জুপিটার! জুপিটার!
> বজ্র করে হাহাকার,
> ম'রে গেছে জুপিটার জানি বহুদিনই,
> তবু কে দেউলে তার?
> নব পূজারিণী!

বিদেশী গল্প অবশ্য আছে, কিন্তু বিজাতীয় নয়। শিক্ষিত

বাঙালীর মন একে সহজেই স্বীকার করে নিয়ে একটু নূতন আস্বাদের আনন্দ পায়। যেমন—

রূপা-গলা নীলনদে জাগ 'ওসিরিস্'
অতলের হে দেবতা। জাগ 'আইসিস্',
জাগ তুমি স্বর্য্যরূপী জীবনদেবতা
'রা' জাগ।
পাষাণের বিরাট প্রতীক,
অন্ধদৃষ্টি দিয়ে দেখ বন্দনা আমার,
বালুকার ধ্বংস-দেশে গ্র্যানাইট স্তূপে
পশুমুখী দেবতার পায়ে উপহার ॥

প্রকৃত কথা এই বিদেশী পুরাণ-ইতিহাস-সাহিত্যের কতক অংশ আমাদের মনে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশেছে। বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি না হয় তবে কোনও 'ইন্‌হিবিসানে'র বাধায়। এতে বাংলা কাব্যের বিষয়-বস্তুর প্রসার ও প্রকাশের বৈচিত্র্য বাড়বে। যেটা শুদ্ধ অধীত বিদ্যাই আছে, তাকে কাব্য-সৃষ্টির কাজে লাগাবার চেষ্টা জবরদস্তি, সুতরাং পণ্ডশ্রম। এর সীমা-রেখা কোথায় কবির অন্তর্দৃষ্টিতেই তা প্রকাশ পায়।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি আধুনিক বাংলা কাব্যে গতানুগতিক সৃষ্টি নয়; সহজ স্বকীয়তায় নবীন। আয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সূচী

জুপিটার

দেবরাজ জুপিটার! বাসিয়াছি ভাল
দীর্ঘ রুক্ষ জটাজুট, প্রদীপ্ত নয়ন,
সহস্র শিখায় জ্বলে বজ্রঅগ্নিদাহ,
যে অগ্নিতে সেমেলির অকালমরণ।

আমি বাসিয়াছি ভাল, প্রেমিক দেবতা,
ভিন্ন ভিন্ন ওই রূপ প্রেমের খেলায়;
রাজহংসরূপী,—লেডা, হয়ো সাবধান,
অতর্কিতে যদি কোনো বিপদ ঘনায়।

আমার অভয় আছে, নই আমি লেডা,
অজ্ঞানের অন্ধকার এ নয়নে নাই,
বৈরাগ্য-বিদ্রূপ আছে, আছে কুতূহল,
তাই তো নির্ভয়ে কাছে আসিতেই চাই।

জুপিটার! জুপিটার!
বজ্র করে হাহাকার,
ম'রে গেছে জুপিটার জানি বহুদিনই,
তবু কে দেউলে তার?
নব পূজারিণী!
কি সঙ্গীতে জুপিটারে নিতে চাও জিনি?

জুপিটার

প্রেমের সঙ্গীত শোন, হে প্রেমিক দেব,
বাসনা মিলিয়ে গেছে ইন্দ্রধনু প্রায়,
মিলিয়েছে ধূলিলীন মনের কামনা,
উদ্দীপিত চিত্ত আজ দীপ্ত বন্দনায়।

এস এস জুপিটার, হে আকাশচারী,
অলিম্পিয়া-দেবকুলে প্রবল ঈশ্বর,
সাইক্লোপ জন্মে যার রুদ্র প্রেমানলে,
বজ্রের হুঙ্কারে যার শৈল থরথর।
স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পৃথ্বী আসনে যাহার,
সেই দেবতায় ডাকি, এস জুপিটার।

টলমল প্রভঞ্জনে তাম্র জটাপাশ,
বিজলি খেলিয়া যায় দৃষ্টির বিভঙ্গে
দণ্ডের আঘাতে যার অশান্ত পাথার,
সেই দেবতায় ডাকি, এস জুপিটার।

বজ্র, মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুত—
সকলের ঊর্দ্ধে জাগে মূর্ত্তি কি অদ্ভুত!
বিরহে নয়নে ঝরে ব্যর্থ অশ্রুধার,
তাই তো মৃতেরে ডাকি, এস জুপিটার।

এস জুপিটার, এস, এস জুপিটার,
তোমার বন্দনা করি প্রাচীন সত্তার।
শূন্য দীর্ণ হর্ম্ম্যতল, মৃত ওঠ জেগে,
মানবীর উপাসনা দিক এনে প্রাণ।

ব্যভিচারিণী (নাটকীয় উক্তি)

॥ প্রথমা ॥

তুলি দিয়ে যেন আল্পনা দাগ
সন্ধ্যাতারা,
আমার দিকেতে রয়েছে চাহিয়া
নিমেষহারা।
রক্তধূলির শূন্যেতে পথ
সৃজন করে।
মোটার চলেছে আঁকাবাঁকা লাল
পথটি ধরে।
ঘনায়ে আসিছে মিলনক্ষণ—
টেবিল-ল্যাম্পে সলিতাশিখায়
আগুন জ্বালি
তক্তপোশের বিছানা বালিশ
সাজাই খালি।
উন্মনা খুঁজি আলিঙ্গন।

তপ্ত বিছানা তপ্ত হয়েছে
লু-ছোঁয়া লেগে,
পুরোনো স্মরণ ধুয়ে মুছে যায়
কামনা বেগে,
চুম্বনগুলি বর্ষাধারায় করায় স্নান।
দুইটি হৃদয় একটি হৃদয়
হয়েছে যে ভগবান!

পাহাড়ে দেশের ডাক্তার তাই
কেবল ডাক,
চক্রবাকীর সম্ভোগে তবু
সন্ধ্যায় ফেরে চক্রবাক।
যেখানে যখনি থাকে
রজনীতে গৃহ ডাকে,
সকল দিনের ক্লান্তির শেষ আমায় নিয়ে,
মরণে জীবন পায় সে অধরে অধর দিয়ে।
এমনি করে তো দিন হয় অবসান।
দুইটি হৃদয় একটি যে তুমি
করিয়াছ ভগবান!
গাই তাই জয় গান,
দেহে দেহ মেলে,
প্রাণ কোন দিন পায় না খুঁজিয়া প্রাণ!

অধরেতে যেন প্রবালের বন,
নয়নে ইন্দ্রনীল,
হাতির দাঁতের ফলকেতে তনু,
অলক কৃষ্ণচিল,
ললাটের বামে তিল।
আরও কাছে, হে প্রেমিক, টানো আরও কাছে,
বাজুক রক্তের গান ধমনীর মাঝে।
রূপ লাগি আঁখি কার ঝুরে নিশিদিন?
কার দুই চোখে ভাসে সে রূপের ছবি?
স্বপ্ন দেখি তার আজও অন্য বাহুপাশে,
মনে হয় মন্ত্রতন্ত্র মিথ্যা কথা সবি।

পুরোনো প্রেমেতে আহা, বিরস জীবন,
কোথাও সে নাই,
স্বামীর কামনাতলে কামনা তাহার
তবু যেন পাই।
ভুল ক'রে কাঁদে প্রাণ, কাঁদে অনিবার,
শুনিতে কি পাও তুমি, প্রেমিক আমার ?

॥ দ্বিতীয়া ॥

নিরালা দুপুর ছুটির দিনের
নাই তো কাজ,
নবীন উকিল, আদালত তার
বন্ধ আজ।
খাটে এলায়িত বাসন্তী শাড়ি
রয়েছি শুয়ে,
তিনি রয়েছেন বাহুটি আমার
কণ্ঠে থুয়ে।
আনমনা হই প্রেমের প্রলাপ-
আলাপ মাঝে,
সহসা যে কার ভুলে-যাওয়া গান
চিত্তে বাজে ?
উধাও ছুটেছে মন—
সুদূরে আমার আবাস-গৃহের
বসার ঘরে
মেঝেয় গালিচা, কেবা একা একা
গানটি করে ?

নেবানো বিজলি, কোথা থেকে তবু
চাঁদের আলো
শ্যামল মুখের কালো চোখ দুটি
বাসল ভাল।
কণ্ঠ তাহার বন্দনা গান আমারি করে,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুর
ছুঁয়ে যায় যেন, বিস্মৃতিজাল করেছে দূর,
সুরে হৃদি ভরপুর।
উধাও ছুটেছে মন—
সংসার ত্যজি মীরার মতন,
কাহার অন্বেষণ ?
স্বামী তবু বসে পাশে,
আদরে উকিল হাসে,
ক্ষণিকে আমার হাসি-খেলা অবসান।
দুইটি হৃদয় একটি যে তুমি
করিয়াছ ভগবান !

॥ তৃতীয়া ॥

শহরে জমেছে ভিড়—
পেভ্‌মেণ্ট আর ট্রামে বাসে যত
জমেছে লোকের ভিড়।
শেক্ষপীরের ড্রামা—
অভিনয়ে আজ সকল স্টারের নামা।
মোটর গাড়ির হেলানো কুশনে ভর,
চলেছি গাড়ির 'পর।

সন্থ চাকুরি সিভিলিয়ানের,
কিনেছে মোটর তাই,
সে আমারি স্বামী, ভাই।
গণ্ডেতে রুজ আঁকা,
শিফনে শরীর ঢাকা,
উচ্চ-হীলের ভঙ্গিমা যেন লাট্টুর ঘোড়দৌড়,
শ্যাম্পু-দলিত আধ-সোনা চুলে ললাটের
সিঁথিমৌড়।
হায়, হায়, হায়, হায়!
আমাকে কি চেনা যায়?
গর্ব্বিত চোখে পাই আড়চোখে মলিন বসন ভিড়,
বক্সেতে বসি দেখি কার্টেনে ইটালীর নদীতীর—
সুনীল চপল নীর।
মিশরমহিষী হারাল তাহার মন—
সে জন আমি তো নয়।
প্রেমের শপথে কোন্ প্রেমিকার সকল জীবন পণ?
সে জন আমি তো নয়।
অ্যাণ্টনি বুকে খর তরবারি, রাণীর বুকেতে সাপ,
ক্লিওপ্যাট্রা যে মরে—
'সকলি প্রেমের তরে।'
আমি মরি নাই প্রেমের যজ্ঞে,
পার যদি ক'রো মাপ;
ভগবান তুমি,
জীবনে মরণ বরণ করেছি সম্পদ-সুখ চাহি
মরণে জীবন বাহি।
নির্ব্বোধ আমি নই,
নির্ব্বোধ রাণী তুমি।

তবু আজ ক্ষমা চাই,
সহসা জাগছে ভয়।
কার্টেনে মন নাই,
শ্রবণে আসে না প্রেমের কাহিনী,
শুনি না প্রেমের জয়।
শ্রবণ শুনিছে আজ
তোমার কবিতাগুলি,
সহস্র যুগ বিস্মৃতি ঠেলে
আমাকে ডাকিয়া যায়,
বর্ত্তমানেরে ভুলি।
অতীতদিনের মুগ্ধা কিশোরী,
তুমি শুধু তার কবি,
স্বামী তার কেউ নাই,
মন্ত্রের দাবি নাই,
মিথ্যা আজকে সবি।
তোমার কবিতা বাজে,
অন্তরে যেই গোপন দুয়ার
তাহারি দেহলী কাছে।
তোমার কবিতা রাজে
অন্তরে যেই গোলাপের বন
তাহারি কাঁটার মাঝে।
নির্ব্বাপিত দীপমালা, সাঙ্গ অভিনয়,
গাই আজ সসম্মানে জয়, জয় জয়।
শতবার জয়,
ধন্য অভিনয়!
প্রেমেতে আমাতে আজ কত ব্যবধান?
দুইটি হৃদয় একটি তবুও
করিয়াছ ভগবান!

নরক

যেতে হবে যেতে হবে, জানি যেতে হবে
কারন অপেক্ষা করে খেয়াতরী নিয়ে ;
অপেক্ষায় জলধিকল্লোল,
বৈতরণী নাম যার বলে মরলোকে ।

সহস্র নরক যেন নয়নসম্মুখে
বিজলির আভা সম ঝলকায় চোখ,
হতবুদ্ধি হয়ে যাই ।
জাগে বক্ষে দ্বিধা শত শত,
ভ্রম হয় কভু
ঈশ্বর মুমূর্ষু আজ কৃতান্তের শরে ।

দান্তের নরক-দৃশ্য ভাসে চোখে চোখে,
ভার্জিলের মহাগীতি শুনি কানে কানে,
হোমারের 'অডিসাসে' বিবাহার্থী দল
পলায়নত্রস্তগতি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ।
আমাকে নরক ঘেরে ।
শ্রীমধুসূদন রামচন্দ্রে অধোদেশে পাঠান কৌতুকে,
ছায়ারূপী মায়াদেবী ত্রিশূলীর শূল
করে ধরে সে তিমিরে চলে দিব্যতেজে ।
মনে পড়ে বহুদিন—বহুদিন আগে
দেয়ালে টাঙানো পট—"নরক-যন্ত্রণা"—
নগরীর পথ-মোড়ে দেখেছি একদা ।

কিশোর-চিত্তের ভীতি বীভৎস সে পটে
এখনও স্মরণে জাগে, হই শিহরিত।

ধন্য তুমি হেমচন্দ্র, লিখে 'ছায়াময়ী'
দান্তের পদাঙ্ক স্মরে নব পাপী দলে
এনে দিলে দলে দলে।
ভুজঙ্গম-গ্রাসে বিষাক্ত বিবর্ণ আহা, মিশর-মহিষী,
অ্যাণ্টনির দিলে স্থান শকুনীর পাশে!
ধন্য তুমি মহাকবি!

ধন্য স্রষ্টা তুমি।
সমভাবে পাপ পুণ্য করছ বিচার
সুবর্ণনির্ম্মিত এক তুলাদণ্ড হাতে।
অলিম্পাস শৃঙ্গে বুঝি হোমারের চোখ
সহসা দর্শন পেল নির্ম্মম তোমার,
সুখে দুঃখে উদাসীন।
ধরার মানবে
পাঠাও নরকে তুমি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
অপরূপ সৃষ্টি ওই নরক-মহিমা
যুগে যুগে কালে কালে সহস্র কবিকে
রেখেছে প্রলুব্ধ করে।
অমর লেখনী তুলিয়া নিয়েছে তারা
সৃজিতে নরক।
শিল্পীর বর্ণেতে ওই নরকের ছবি,
রক্তিম রঙের খেলা হরিদ্রাভ পটে
আধুনিক নগরীর পথে ফেরি হয়ে
তিক্ততা ও ভীতি আনে কিশোর-হৃদয়ে।

ধন্য তুমি, হে ঈশ্বর!
আমাকেও তুমি পাঠাবে নরকে নাকি?
আছে বহু স্থান,
আছে বহুতর নব যন্ত্রণা-কৌশল,
এখনও যমের দূত ফেরে অগণন,
ফেরে ফেরুপালসম প্রহারি পাপীরে।
রক্তের সমুদ্র আজও যায় নি শুকিয়ে,
রক্তিম শোণিত বয়ে পৃথিবীর বুকে
স্ফীততর করিতেছে তোমার নরকে।
এখনও অযুতলক্ষ ভাগ্যহীন নর
আত্মাহূতি দিতে পারে জ্বলন্ত রৌরবে।
হয়তো যুগান্ত শত হ'লে অবসান
মানবের আত্মদানে পূরিবে প্রদেশ,
স্থানাভাব দেখা দেবে তোমার নরকে।

শতাব্দী কাঁপিছে আজও পদভরে কার?
শত অবতার
এখনও দেখা দেয় সন্তপ্ত জগতে,
শোনায় শান্তির বাণী, প্রেমের কূজন,
অমর প্রেমের বাণী মরদেহী জনে।
ডুবে যায় সব কিছু! থাকে অবশেষ
জ্বলন্ত পাবক নিয়ে ক্ষুধিত নরক।

এস তুমি একবার,
এস অবতার,
এস শেষ অবতার আমার জীবনে—

আমার জীবন-শেষে শেষ অবতার
শোনাও গোপন মন্ত্র নরকাগ্নিজয়ী,
ঊর্দ্ধে জাগ্রত সেই উজ্জ্বল তারকা,
নরক মিলিয়ে যাবে চোখের পলকে,
নরকের মৃত্যু হবে।
আঁকিবে না কবি
অদ্ভুত লেখনী নিয়ে নরকের ছবি,
মিলাবে রক্তিম পট বীভৎস বিকৃত,
মানব বিজনে আর নাই হবে ভীত,
পিছে তার নরকের রক্ত আর পাপ
করিবে না দিশেহারা চিরদুঃখী জনে।
নির্লজ্জ! দিয়েছ দুঃখ, দিয়েছ যন্ত্রণা—
শরীরের, মানসের সহস্র যন্ত্রণা;
দিয়েছ মৃত্যুর ব্যথা,
চিরশান্তি যাহা বলে গেছে বহু কবি।
তবু মৃত্যুপারে আবার নরকচ্ছায়া?
নামহীন লোকে দেহ রেখে চ'লে যাব
ফেলে প্রিয়জন,
শ্যামল সুন্দর ধরা চিরদিন ছেড়ে
অজানা অসীম শূন্যে ছায়াপক্ষ মেলে,
সেই তো চরম দণ্ড!
সে শঙ্কার পরে টান কেন ঘনতর
কৃষ্ণ যবনিকা?
অগ্নির অক্ষরে কেন প্রবেশ-তোরণে,
কেন পুনঃ লিখে যাও—"আশা ত্যাগ করে
প্রবেশ', হে পাপী, তুমি অন্ধ রসাতলে?"

আমাকেও শাস্তি দেবে, হে বিচারস্বামী ?
লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেবে কি আমায় ?
অগ্নি আর অস্ত্র দিয়ে শত অবতারে
চূর্ণ যদি করিয়াছ,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র পাপে,
ভালবাসা অপরাধে
তোমার নরকে রেখেছ অগণ্য আত্মা
চিরবন্দী করে,
আমাকেও শাস্তি দেবে জানি, হে উন্মাদ।
আছে নাকি স্বর্গ নামে বাসধামে আছে
একটি বাতুলাশ্রম ?
যদি আমি আঁকি, আমি কবি,
সমকক্ষ, ঈশ্বর তোমার,
আমার সৃজন-লীলা ;
যদি আমি আঁকি—
হস্তপদ লৌহবদ্ধ, বিঘূর্ণিত চক্ষু
তোমাকে সে উন্মাদের বিশ্রাম-আগারে ?
কি করিতে পার তুমি ?
কি করিতে পার ?
যদি আমি আঁকি—নরকের চিত্র মুছে
চিরশান্তিলোক,
পাপকে বিলুপ্ত করি, বিলুপ্ত নরক,
হস্তপদবদ্ধ তুমি উন্মাদ-আলয়ে ?

এস তুমি একবার
শেষ অবতার,

আমার জীবন শেষে শেষ অবতার,
নরক মিলিয়ে যাক দুঃস্বপন সম।
দিয়েছ অনেক ব্যথা, আরো দেবে জানি,
নরক দিও না আর,
এস অবতার।

প্রেতপুরী

প্রেতগ্রস্ত পুরী আমি, চির নিশিদিন
জীবনের বালুতটে জাগি সঙ্গীহীন।
জীবনের বালুরেখা সোনার আভায়
দূরেতে মিলায়,
দগ্ধকৃষ্ণ ভূমিখণ্ডে একা জাগি আমি
প্রেতগ্রস্ত পুর।

আকুল সমুদ্র ডাকে দূর বালুতটে,
সহস্র তরঙ্গভঙ্গে অধীর সাগর।
আমার নিঃসঙ্গ ব্যথা তবু কোনদিন
হবে না তো দূর—
হায় প্রেতপুর!

প্রাচীরে প্রাচীরে নিত্য অলিন্দের স্তূপে
কাঁদে শুধু প্রতিধ্বনি,
সর্ব্ব বাতায়নে
বুভুক্ষু প্রেতের ছায়া করে বিচরণ।
যদি কর পাতি চাই কোন শরীরীর
সস্নেহ উত্তাপ,
লাগে হস্তে তুষারের শীতল পরশ।
যদি ভালবাসি,
বলি যদি আনমনে, "আমি ভালবাসি
তোমাকে, হে প্রিয়তম, নিষ্ফল জীবনে।

রাজসিংহাসনে
বসেছ গৌরবে তুমি, হে সুন্দর চোর।”
প্রণয়ের ঘোর
কেটে যায় আর্ত্তস্বরে কাহার বা জানি—
“নয় নয় কভু নয়।
প্রতিধ্বনি শুধু তোমার চরম প্রাপ্য,
নহে সত্য প্রেম।”

কত যে এসেছে গেছে,
সকাল বিকাল আজও স্মৃতি-সুরভিত,
কত ভাঙা সুর
অন্দরে গুঞ্জরে বৃথা বেদনাবিধুর।
কত মধুনিশি
প্রাসাদের শীর্ষচূড়ে জেগেছে নিবিড়।
ছায়া করে ভিড়
আজ শুধু, যেখানেতে ছিল জনসভা।

কত কথা নিয়ে আসে দক্ষিণা পবন,
উন্মনা নিশীথে ভাসে বংশীর বিলাপ,
বর্ষার বিকল দিনে জীর্ণভগ্ন-দেহে
ঝ’রে যায় অবিশ্রাম ব্যাকুল বর্ষণ।
কত সে হোলীর রঙ
আজও পাদপীঠে রেখেছে শোণিমারাগ,
কত অনুরাগ
এ প্রাসাদে নিবে গেছে জ্বলে ক্ষণতরে।

তবু একা আমি
অনন্ত বিজনে হায়, চিরদিবাযামী,
প্রেতগ্রস্ত, পরিত্যক্ত পুরী।

হে সম্রাট,
যদি কোনদিন
পদপাত কর এসে ধূলার অঙ্গনে,
যদি ক্ষণ-করস্পর্শ পেয়ে
খুলে যায় বদ্ধ দ্বারখানি,
যদি ওই নয়নপ্রসাদ
ক্ষণিক করুণানত জীর্ণ দেহে পাই,
আবার সহজ হব ;
শত প্রেতচ্ছায়া
আর হানিবে না তীব্র পীড়ন-ব্যথায় ;
স্বপ্নভঙ্গ-প্রায়
সহসা লভিব মূর্ত্তি বর্ণসমারোহে।

হে সম্রাট, শোন,
করেছ অনেক রাজ্য জয়,
পশ্চাতে রয়েছে কত অখণ্ড মেদিনী,
শত্রুরক্ত-স্নাত হয়ে
জয়মাল্য নিয়ে পরিয়াছ নিজকণ্ঠে।
হে সম্রাট, তাই
তোমারি উদ্দেশে আমি মিনতি জানাই।
পারিবে না প্রেতচ্ছায়া শক্তিমন্ত্রে তবু
দূরেতে সরিয়ে দিতে ?

হেলাস্পর্শ দিয়ে
এক নিমেষেই যত বিশুষ্ক কাননে
ফোটাবে না শত ফুল ?
দূর বালুচরে
সায়াহ্ন সোনার রেখা আঁকে,
সাগরের বাঁকে
নেমে আসে দীর্ঘ রাত্রি।
এখনো সময় হয় নাই অবসান।
প্রেতগ্রস্ত পুর
তুলেছে আকাশে আজ প্রার্থনার সুর—
শুধু ক্ষণতরে
জীর্ণ বক্ষ পরে
হে সম্রাট, এস তুমি, এস একবার।

প্রেত-স্বস্ত্যয়ন

শোন শোন, শান্তিমন্ত্র আনিয়াছি আমি,
শোন শোন, অভিশপ্ত প্রেত-আত্মা শোন,
শোনাব শান্তির মন্ত্র আমি পরদেশী,
শান্তি শান্তি শান্তি হোক, শান্তি হোক আজ।

জীবনে রয়েছে ভাগ আলোকে আঁধারে।
আলোতে তরঙ্গ জাগে,
কম্পিত ঈথার স্তরে স্তরে উর্ধ্বমুখী।
জানি না তমসা, জানি না অন্ধের ভীতি।
আমারি দেবতা,
প্রেমের দেবতা সেই বায়ুস্তর শেষে
হাসে আলোকের দেশে—
নমামি ঈশ্বর।

সন্ধ্যা নামে ধূসরের যবনিকা টানি,
পরিচিত পৃথিবীকে পর ব'লে মানি।
মনে হয়, মনে হয় বড় অন্ধকার,
জ্বলে আঁধারের বুকে ম্লান চিতা-সার ;
সিঁদুর-মাখানো পাতা, মাটির পুতুল,
হলুদের ছাপে-রঙা ছেঁড়া বস্ত্রখানি,
আঁধারের সঙ্গী যারা, রহস্য-জনক
হীন যত তুকৃতাক ! আম্রবৃক্ষমূলে

দেখি জ্বলে চিতানল শত্রু-নিপাতনে,
শুনি যেন শাক্ত মন্ত্র—'মারয় মারয়'।
আঁধারের যাত্রী প্রাণ, নিবিড় তমসা
কেন কর গাঢ় আরো তমোগুণ দিয়ে?
অন্ধকারে ভয় পাই, চিত্তের গোপনে
লীন আছে যে তিমির, সে জাগে সহসা।

দেখেছিনু আমি সেই আম্রবৃক্ষমূল,
যে গাছে ফলে না ফল, দোলে না মুকুল।
আপনার ছায়া নীচে দীর্ঘ রক্তপথে
যে বৃক্ষ প্রতীক্ষা করে, দেখেছি তাহারে।
বিদেশী পথিক আমি
ক্ষণকাল থামি
বসেছিনু ভগ্ন সেই প্রাচীন বেদীতে,
নিরালা পথের ধারে অলস সকাল,
অমঙ্গল বৃক্ষতল, তাই সাঁওতাল
দেখে দূরে সরে সরে সভয়ে চকিতে।
বড় শান্তি পেয়েছিনু।
হাতে কাব্যখানি,
বিদেশী ভাষায় গায় কবি এলিয়ট,
ধ্বংসের নগরী কোন্ মানস দৃষ্টিতে
মৃত্যু আর হতাশায় জাগে চিরদিন?
অজস্র শীতল ছায়া, ফাল্গুনের দিন
আমি পান্থ একা ছিনু, সেই বৃক্ষমূলে,
যে গাছে ফোটে না ফুল, যে গাছ বিফল।
শুনেছি তাহার পরে অভিশপ্ত প্রেত,

নিশ্বাসে দূষিত তার সে বৃক্ষের ছায়া,
নষ্ট করে মানবাত্মা সে অশুভ মায়া,
তারি নীচে হয় কত ভৌতিক প্রক্রিয়া !
আমি কিছু জানি নাই বিদেশী পথিক,
পড়িয়াছি মহাকাব্য সে গাছের তলে।

শোনাতু শান্তির গান—
শান্তি, শান্তি, শান্তি।
বিদেশী ভাষায় গায় কবি এলিয়ট।
আমিও বিদেশী তবু, হে বিদেশী প্রেত,
শান্তির অমর গাথা শোনাতু দুজনে।
কি দিয়েছ ? কি পেয়েছ সমস্ত জীবন ?
দেখ না আকাশে চেয়ে মৃত্যুহীন আলো,
দেখ স্তব্ধ চারপাশে নিদ্রিত প্রকৃতি
রূপ আর স্বপ্ন মাঝে নিত্য নিমগন।
তুমি তবু পথভ্রান্ত ?
পথভ্রান্ত প্রেত, কি পেয়েছ, কি পেয়েছ ?
চাই যে উত্তর।
উত্তর, উত্তর দাও,
তমিস্রার পারে, আঁধারের সঙ্গী হয়ে
কি পেয়েছ তুমি ?

Et tu Brute

নাম ধ'রে ডেকেছিলে !
বসন্ত-প্রভাতে ফুলের মালঞ্চতলে কবে অকস্মাৎ
নাম ধ'রে ডেকেছিলে আমারে তুমিও।
সাগরসিকতাবক্ষে ভাঙে কত ঢেউ—
ফেনচিহ্ন প'ড়ে থাকে শুধু বালি-বুকে,
কিছুক্ষণ প'ড়ে থাকে।
নূতন জোয়ার ভাসায় সে চিহ্নগুলি নীরবে সহজে।

জানি তুমি চিনেছিলে।
বহুকামী মন দেখেছিলে আঁখি মেলে পরম কৌতুকে।
ভেবেছিলে খেলা এই,
ভেবেছিলে তুমি, কিশোরীর লীলাখেলা ঘুচিবে একদা।
তোমরা করেছ ভুল।
তর্কশাস্ত্র প'ড়ে চেনা যায় নারী-হিয়া, বল দার্শনিক ?
বল তুমি অকপটে, পার নি বুঝিতে,
ভেবেছিলে লৌহ-মাটি—চিত্তের স্বরূপ।
লৌহ সে কঠিন অতি,
দারুণ আঘাতে ভাঙিয়া গড়িতে হয়,
মাটি জল দিয়ে ;
গড়া যায় সব কিছু ?
জলে কি কখনো
স্থায়ী মূর্ত্তি গড়া চলে, বল দার্শনিক ?
ফুল ফোটে চিত্তবনে।
মুঞ্জরিয়া তনু ধরে কত ফুল-শোভা যৌবনের বরে।

Et tu Brute

পাশে থেকে আচম্বিতে চোখে লাগে ঘোর,
নেশা জাগে রক্তমাঝে, ডাক নাম ধ'রে !

কত দিন কত কথা,
কত বিশ্লেষণে বুঝিয়া নিয়েছ তুমি অদ্ভুত এ মন।
তবু সবি ভুলে গিয়ে তবু অকস্মাৎ
নাম ধ'রে ডেকেছিলে, হে বন্ধু তুমিও !

চরম বিচারের দিন

॥ কাব্য ॥

মৃত্যু এসেছে, মৃত্যু এসেছে,
মৃত্যু পায়ের কাছে ;
মৃত্যু বসেছে মাথার শিয়রে দেখি ;
এপাশে ওপাশে মৃত্যুর কালো ছাপ,
আমি যদি ছাড়ি—মৃত্যু ছাড়ে না হায়।

বোমার আগুনে ঝল্‌সানো দেহ,
অস্ত্রে আগুন জ্বালা,
অসহ্য ক্লেশ সকল অঙ্গ ব্যেপে।
যা করেছি পাপ, অগ্নিদহনে তাহারি শাস্তি আজ
প্রায়শ্চিত্ত খাণ্ডবযাগে দিতেছে আমাকে ধাতা।
যা করেছি পাপ, তুচ্ছ আমার ক্ষুদ্র জীবন ধরে
এত কি অধিক, এত কি কঠিন ?
তারি এই পরিণাম !
দেবতা আমার, মিথ্যা ভক্ত দেয় না তো অভিশাপ !

প্রেতদল হেসে ধরিল আমার হাত,
কালো পাখা তাহাদের,
শুষ্ক শীর্ণ বাতুড়ের দেহ,
গৃধিণীর নখ করে,
গাত্রচর্ম্মে কুঞ্চনরেখা সাগরে ঢেউয়ের মত ;
দৃষ্টি তাদের মর্ম্মস্পর্শী, তীক্ষ্ণভীষণ, তারা
উল্লাসে হেসে ধরিল আমার হাত।

"চল আমাদের সাথে।"
"কোথা যাব আমি?"—
প্রশ্ন করিল সভয়ে কণ্ঠ শুনি,
"কেন কর টানাটানি?
সবে মরিয়াছি,
এখনি আমাকে কোথায় লইতে চাও?"
"নরকে তোমাকে লইব আদেশ আছে।"
"নরকে আমাকে নিয়ে যাবে কেন?
কি পাপ করেছি আমি?
রক্তসিনানে হয় নি কি তার শেষ?
ছাড় হাত ছাড়, ভুল করিয়াছ।"
সবেগে ঘেরিয়া কাছে
প্রেতদল হেসে দেখাল দূরের দিকে।

দান্তের 'ইন্‌ফ´ার্নো'!
তেমনি জ্বলিছে লেলিহান শিখা হেরেটিক-দহনের
ফ্রাঞ্চেস্‌কার মুক্তি আজিও হয় নি নরক হতে।
কারবেরাসের নখরের নীচে ছিন্ন মানবদেহ
যেমন আছিল সেদিন, আজিও দেখি যে তেমনি আছে।
বিষণ্ণ হয়ে ভাবিলাম,
তবে সময় রয়েছে স্থির?
নাই শুধু বিয়াত্রিচে,
অশরীরী সেই অমর প্রেমের প্রতীক কেবল নাই—
অবিশ্বাসের আগুনে পুড়িয়া বিয়াত্রিচে হ'ল ছাই।
নরক কেবল জ্বলে!

হাত ধ'রে ওরা টেনে নিয়ে যায় সেই দিকে ক্রুতগতি ;
লাগিল ভয়ের দোলা,
কিউটেক্স-রং আঙুলে এখনও জ্বলিছে মণির মত,
পাউডার-ঘষা চামড়া শোভন ব্লাজের লালিমা-রেখা,
ফরাসী সাবানে মার্জিত তনু,
শ্যাম্পু-দলিত কেশ,
সকলি আগুনে ভস্ম কি হবে ?
থাকিবে না অবশেষ ?

"কেন নিয়ে যাও, কাহার কাছেতে,
উত্তর আগে চাই ।"
হাসিল প্রেতের দল—
"বইপড়া যত বিদ্যা তোমার শিকায় রাখিয়া তুলে
নরকে এখন চল ।
বিধাতা দিয়েছে দণ্ড তোমাকে, নারী ।"
"তোমাদের সেই আদিম বিধাতা,
প্রাচীনপন্থী দেব ?
আমারও উপরে কে তাহাকে দিল বিচারের অধিকার ?
কি করেছি পাপ, উত্তর আগে চাই ।"
পরম দ্বিধায় একজন এসে চাহিয়া মুখের দিকে
একটি একটি শব্দ করিল প্রবল উচ্চারণ—
"ভালবাসা নিয়ে করিয়াছ তুমি খেলা,
বহুকে বেসেছ একসঙ্গে ভাল,
ভুলেছ বহুরে কভু ।
মুক্তি তোমার নাই,
পরম অসতী তুমি ।"

"মুক্তি আমার নাই ?"
এবারে আসিল আমার হাসির পালা—
"ভাল বাসিয়াছি বহুবার আমি,
একেরে বেসেছি তবু,
সে এক আজ কি অলকার রাজাসনে
আমাকে দিয়েছে সাজা !
নিয়ে চল তার কাছে।"
সভয়ে প্রেতেরা বিস্ময় মেনে প্রশ্ন করিল মূঢ়,
"কাকে ভালবাসিয়াছ ?"
"যে জন করেছে অলস বিরামে সৃজনের ছেলেখেলা,
যেই জন আজ দণ্ডকর্ত্তা আমার ও তোমাদের,
সেই সে প্রণয়ী জেনো।"
অবাক প্রেতের দল,
বৃদ্ধ একটি নিকটে আসিয়া বলিল বিনয় করে,
"শুনিব তাঁহার নাম।"
"তোমাদের মহা-আত্মম্ভরী অসার সে ঈশ্বর।"
হেরা যেন চলে জিউসের কাছে,
রামের কাছেতে সীতা,
সম্ভ্রম করে এবারে আমায় লইল প্রেতের দল।
দুই পাশে সরু পথ,
মধ্যে চলেছে বিশাল সড়ক নরকের প্রতি সোজা।
সরল রাস্তা ধরিয়া ছুটেছে মুক্ত কৃপাণ হাতে
বর্ম্মে চর্ম্মে শত শত বীর
রক্তের নদীতীরে,
যেখানে একদা দান্তে দেখেছে অত্যাচারীর সাজা।
সেখানে চলেছে,

সমর-অনলে ধরাকে জ্বালাল যারা,
সেই সব বীর,
কেণ্টর-তীর পঞ্জরে বিঁধে ভাসিছে শোণিত-স্রোতে।

দার্শনিকের দলে
ক্রুদ্ধ সর্প দংশন করে,
বিষের প্রদাহে জ্বলে ;
কেউটের জিভ লকলক করে,
পাইথন বাঁধে দেহ,
নরক করেছে যারা
সোনার ধরণী তর্কের জালে। শত মিথ্যার ভাষা
সন্দেহ এনে সুনীল আকাশ মলিন করেছে যারা—
নরকে তাদের গতি।

পিশাচের হাসি—
হাহা ক'রে হাসি দূরেতে মিলাল ধীরে,
ধীরে ধীরে স'রে গেল একে একে গলিত কবর-ছায়া।
অলকনন্দা ব'য়ে যায় আজো,
পেলাম ঠিকানা তার।
নির্ব্বাক আমি,
আশ্বাস পেয়ে বলিলাম ক'টি কথা—
"জুপিটার কই জান নাকি কেউ ?
দেখিতে পরম সাধ।"
"জুপিটার কেবা ? ওহো, সে পেগান ?—
ম'রে গেছে বহুদিন,
ঈস্কিলাসের মৃত্যুর সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তার।"

"ক্রাইষ্ট্‌ কি আছে ?
খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বর্গে চলেছে বুঝি ?"
"মহাযুদ্ধের বিপ্লব-মাঝে আবার মরেছে যেসু।"
"আল্লা কোথায় ?"
"মোহম্মদের তরবারি দেয় ধার।"
"ইন্দ্র কি নেই ?"
"উর্ব্বশী-পায়ে পরাইছে মঞ্জীর,
রসাতলে বসে সুরার পাত্রে ভুলেছে রাজ্যপাট।"
হা হতাদৃষ্ট ! দেবহীন নাকি দেবের আবাস তবে ?

লতাগুল্মের বন্ধনভেদে কখনো চোখেতে পড়ে
পুরুষ ও নারী প্রেমের আলিঙ্গনে।
শূন্যে বাজিছে রাফাইল-আঁকা দিব্য তূর্য যত,
মাঝে মাঝে কানে ভাসিছে গানের ধ্বনি।
ফিসফিস শুনি নারীকণ্ঠের—
"এটা কে চলেছে দেখ,
পায়ে ওটা কি যে ? হাইহীল্‌ জুতো,
চোখেতে কাচের ঠুলি,
অতি কদাকার,
তবু দেখ মজা, স্বর্গে চলেছে ধেয়ে !"
বাহির হইয়া সম্মুখে তারা দেখিতে আসিল চেয়ে।

"শোন শোন মেয়ে, বড় যে চলেছ সরু রাস্তাটি ধ'রে !
ও পথ তোমার নয়।
প্রেম প্রেম ক'রে কাগজে কলমে লিখেছ শুনেছি বহু,
বলেছে আমাকে সাফো।

আমরাও, মেয়ে, যৌবনকালে বিস্তর করে প্রেম
নরকে ছিলাম প'ড়ে
কিছুদিন হ'ল স্বর্গে যাবার পাইয়াছি অনুমতি।"
হেলায়ে মৃণাল-গ্রীবা,
রুষিয়া কহিল, বিদ্রূপস্বরে সালোমে, ইহুদীবালা।
হাসিয়া নীরবে দেখালাম দূরে দিগন্তরের পারে
রক্ত ঝরিছে প্রবালের মত,
ছিন্ন কাহার শির?
ইওকানানের সাধনা-দীপ্ত, উজ্জ্বল কালো চোখ
মুদিত কাহার বাসনা-আহবে,
কামনার কালস্রোতে?
সভয়ে আবৃত মুখ,
ঈষৎ আর্ত চিৎকার করে সালোমে সরিয়া গেল।
শতদল সম আমার প্রেমের ছোঁয়া
গোপনে সুবাস কেবলি বিলিয়ে গেছে।

"স্বর্গেতে যাওয়া? এতই কি সোজা?
সারাটি জীবন ধরি
দেউলে দেউলে আরাধনা করি
তবে তো পেয়েছি হরি।"
রাণা কুম্ভের উদাসিনী রাণী
অর্ঘ রচিয়া চলে,
দেবতারে তার পূজারতি দিতে
গিরিধারী-পীঠতলে।
দেখাই আমার অন্তরতলে শত শত দীপ আলো,
প্রতিটি প্রেমের পাদপীঠতলে দেবেরে করেছি পূজা;

আনি নাই আমি পত্রপুষ্প, গঙ্গার জলধারা।
আমার মনের বনে
ঘুরিয়া বেড়ায় আমার দেবতা প্রতিটি প্রেমিক সনে।

রাজপ্রাসাদের মিনার দেখি যে শূন্যেতে তুলি শির,
কি যেন মহান্ সঙ্গীত বাজে,
রক্তিম আলোছায়া !
খুলে সে কবাট বাহিরে এসে যে রোধিল আমার পথ,
রাজা সোলোমন, শ্রেষ্ঠ মনীষী, মাথায় হীরার তাজ।
"শোন আধুনিকা,
সারাটি জীবন প্রেমেকে খুঁজেছ তুমি,
আমি সে তোমার প্রেম।
পড় নাই তুমি আমার কাহিনী 'সকল গানের গান'?
স্বর্গে চলেছ তুমি,
নীরস, কঠিন বিধাতার কাছে কি আর খুঁজিয়া পাবে?
আমার কাছেতে এস।"

"রাজা সোলোমন, রাজা সোলোমন
রাজা সোলোমন তুমি,
হাতীর দাঁতের ফলকে তোমার দেহ,
বাসনারক্ত অধরে তোমার শতচুম্বন-স্মৃতি
নয়নে তোমার প্রাচীন যুগের যেরুসালেমের গীতি,
তোমাকে চাহি না আমি।
ধরণীর ধূলি ধরণীর মাটি গড়েছে যাদের দেহ,
যাহারা করেছে পাপ,
অত্যাচারেরে অনলে পুড়িয়া যাহারা হয়েছে সোনা,

যাহারা আমাকে কামনা করেছে কঠিন কারার মাঝে,
কামনা করেছে—
সকল সত্তা আলোক যেমন চাহে,
মানবের যত নিরাশা-বেদনা-দলিত অশ্রুজলে।
রবীন্দ্রে চেন? আমাদের কবি,
বলিব তাহারি ভাষা--
হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে যারা অলক্ত দিল পায়,
আমি তাহাদের, তাহারা আমার—
এই থাক পরিচয়।
শোন জ্ঞানী সোলোমন,
তোমাকে চাই না আমি।”

সরু পথ ধরে উপনীত শেষে বিধাতা যেখানে বসে,
চারিপাশে যত সরব স্তাবকদল।
সিংহাসনেতে ব'সে আছে কেবা?
তাহাকে চিনি না আমি।
গলিত জীর্ণ পলিত বৃদ্ধ, জরার বাহন যেন,
কুঞ্চিতভুরু ললাটে পড়েছে তিক্তকঠিন ছায়া,
অধরে তাহার ক্ষমাহীন ক্রোধ,
হস্তে দণ্ডশোভা।
“কোথায় এনেছ?”
দারুণ ক্ষোভেতে শুধাই প্রেতের দলে।
“ওই তো বিধাতা।”
দেখাল তাহারা ভক্তি ও ভয়ে নত।

কোথায় আমার কোমল প্রেমিক, স্বপ্ন দেখেছি যারে?
ইঙ্গিত যার শত শতবার করিয়াছে গৃহছাড়া?

বুদ্ধি তো তার গিয়েছিল জানি,
স্বকীয়তা গেল এবে।

"কাহাকে আনিলি ভুল করে তোরা?"
দণ্ড প্রহারি রোষে
উগ্র বৃদ্ধ মাথার জটায় লাগাল প্রলয়-নাড়া।
অগ্নি জ্বলিয়া দহিয়া ফেলিল পায়ের তলায় যেই
ফুলের মতন সুন্দর শিশু নিয়েছিল আশ্রয়।

"আমাকে পাঠাতে চাও নরকে তুমিও,
ভাল ক'রে বিচারিয়ে দেখ আরবার।
তুমি যদি অলকায় থাকিবারে পার,
তোমারি কাছেতে জেনো, হবে হবে স্থান।"

"ভাল ক'রে কিছু বিচার করার সময় আমার নাই,
পেয়েছি যা সমাচার,
নরকে তোমার স্থান।
তবে ভাল কিছু উহারি মধ্যে চেষ্টা করিব দিতে—
বয়স তোমার কম।"

প্রেতদল পুনঃ ধরিল আমার হাত,—
"পেয়েছ শিক্ষা, তবে দেরি কেন কর?
প্রবল বাচাল, জানি আধুনিকী মেয়ে।"
দেখিলাম তারা-চাঁদোয়ার তলে আশেপাশে কার মুখ,
আমার প্রণয়ী যারা,
আজ তারা করে বিচরণ ঘিরে স্বর্গের রাজাসন!

"ছাড় হাত ছাড়, ওই তো সকলে স্বর্গে রয়েছে যারা
আমার নরকে তাদেরও নরক হবে।"
হাসিল প্রেতের দল,
ভ্রূকুটি করিল শুষ্ক বৃদ্ধ সোনার সিংহাসনে।
"ছেড়ে দাও ওকে"—
একজন এসে বলিল জুড়িয়া কর,
তরুণ-তমাল-তনু,
"আমরা যাহাকে বাসিলাম ভাল,
কেন সে নরকে যায়?"
"ও তো তোমাদের ভালবাসে নাই,
দিয়েছে কেবলি ব্যথা,
তবুও তোমরা ওরি দরবার কর?"
ধাতা যদি সেই রুক্ষ বৃদ্ধ, সেই উত্তর দিল।

"ভালবাসে নাই? হা ধিক দেবতা,
বড় ভালবেসেছিল,
তাই দেয় নাই ধরা।
ললাটে আঁকিয়া অসহ ব্যথার তপ্ত জয়ের টীকা,
অন্তরে শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ তোমারি সন্ধানেরে,
আকাঙ্ক্ষা শুধু করেছে তীব্র,
তাই পাইয়াছি দেখা।
আমার স্বর্গ ওরি যে রচনা জেনো।"
তবু সে রহিল মৌনী হইয়া বিধাতা যাহার নাম।
জ্বলিয়া উঠিল দেহ—
"ভালবাসি নাই কাহাকে কেন যে,
সে বাণী তোমার জানা।

নরকে যাব না আমি।”
উদ্ধত স্বরে চীৎকার করে বলিলাম হাত নেড়ে,
“কখনও যাব না আমি।”
হাসিল জীবনস্বামী,
খ'সে গেল তার জটা-জটিলতা,
দণ্ড ছুঁইল ভূমি
হাসিয়া উঠিল চোখের উপরে আমার প্রিয়ের মুখ,
শিশুকাল হতে ভালবাসিয়াছি যারে,
সেই দেবতার অনিন্দ্য দেবরূপ।

পেলাম মরণে দেখা,
জীবনে যাহার সন্ধান চলে
মরণে হয়েছে শেষ।

আমার দেবতা বসেছেন আজ বিচারের রাজাসনে,
আমার প্রেমিক বর।
স্বর্গ পেলাম আমি।

রাজপুত্র

রাজপুত্র ! রাজপুত্র ! পক্ষীরাজ জানি
গেছে চলে বহুদিন তেপান্তর ধরে
সুদূর আকাশ-প্রান্তে দিক্‌চক্রবাল,
অশ্বারোহী মিলিয়েছ কৃষ্ণবিন্দু যেন।

সে তো হ'ল বহুদিন।
বহু ঊষা এল,
কাজল-আকাশে এল কত না প্রদোষ ;
কত পুষ্প বিকশিল,
ভ্রমর গুঞ্জিল,
পক্ষীরাজ ফিরে আর এল না ধরায়।
রাজপুত্র, নিশা-অন্তে র'লে স্বপ্নপ্রায়।

নই আমি রাজকন্যা,
তবু অনিমিখ
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি দিগন্তের সীমা,
ধূলো ওঠে ঝড় হয়ে, শুষ্ক পত্র খসে,
ধূসরে মিলিয়ে যায় সুদূর নীলিমা।
ওঠে না অশ্বের ধূলি শুধু চক্রবালে,
রাজপুত্র, এ নয়ন ঢাকে বাষ্পজালে।

প্রত্যাশা

প্রত্যাশা ! প্রত্যাশা !
ক্ষয়লীন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও
পরম প্রত্যাশা জাগে !
হায় শিশু, খেলা আজও হয় নি কি শেষ ?
রঙীন খেলনা ভেবে আজও পথ-চাওয়া ?
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য আনন্দে ব্যাকুল,
শীতল প্রভাতে কত না-দেখা স্বপন—
হয়তো সফল হবে সায়াহ্ন-আকাশে ।

কি যেন যাত্রার গান বাজে পদে পদে,
সুদূর দিগন্তক্রোড়ে কার পরিচয় ?
সোনার প্রত্যুষ মেঘ ভাসে নভোতলে,
ব'য়ে আনে সুন্দরের পরম প্রকাশ ।

প্রাণ-চাঞ্চল্যেতে নাচে দেহের ধমনী
নিবিড় আশায় বয় রক্ত খরতর,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের পরম প্রত্যাশা !

নামে সন্ধ্যা কালিমাখা গুণ্ঠন আড়ালে,
হেরদের সভাক্ষেত্রে ধ্বংসনৃত্যে রতা
ইহুদীর রাজকন্যা ।
সপ্তচ্ছদতলে
নাচে যেন মৃত্যু চেয়ে সুন্দরী সালোমে ।
আমারও ঘনায় মৃত্যু সন্ধ্যার আঁধারে,
আকাঙ্ক্ষার অবসান দিবসের শেষে,
একটি দিনের মৃত্যু,
মৃত্যু প্রত্যাশার ।

পীনেলোপী

অস্তমিত চন্দ্রালোকে অন্ধ পীনেলোপী
চেয়ে দেখ প্রিয় ভ্রমে দূর ফিকিয়ায়,
নোসিকার মুক্তকেশ বাতাসে উড়ায়,
সুনীল নয়নে তার সমুদ্র-ইঙ্গিত।

কই শুভ্র পারাবত ? ছিন্নপক্ষ হায় !
কি সূতায় অঙ্গবাস করিছ সীবন ;
নিজের বুনেছ জাল স্বর্ণসূচীক্ষেপে ?
কে নেবে বারতা বয়ে দূর ফিকিয়ায় ?

আণ্ড্রোমাকী অভিশাপ রজত-নখরে
ফেলিল কি অশ্রুবিন্দু কারুশিল্প পরে !

রাখী-পূর্ণিমায়

সকল রহস্য আমি দেখিয়াছি একা,
পাইয়াছি দেখা
জীবনের, প্রণয়ের শেষ স্বকীয়তা।
অবসান বুঝিয়াছি অনেক কিছুর,
শুনিয়াছি বিশ্বব্যাপী বিদায়ের সুর।

সাগরের নীল আর সূর্য্যের কনকে
রচিয়াছ এ দিবস, কেবা শিল্পী তুমি ?
আলো-জ্বলা ঝলোমলো তৃণের আসন,
নীলোৎপল নভোনীলে,
তড়াগ-সলিলে
এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া সোনার বসন।
উজ্জ্বল, ব্যাকুল দিন—
কিসের পুলক, কিসের বেদনা আসে
দুই চোখ চেয়ে ?
সৃষ্টির চরম শিল্প এ সুন্দর দিন
অনায়াসে কে পাঠাল অপরাহ্ণে আজি ?
তবু কেন মনে হয়
প্রভাতবেলায় দেখিয়াছি শবযাত্রা !
জনাকুল পথে বীভৎস বিকৃত ধ্বনি
মুহূর্ত্তে একক,
নগরীর কোলাহল পশ্চাতে ফেলিয়া

সকলের কর্ণে কর্ণে জানাল বারতা—
'সময়েরও একদিন আছে অবসান।'
তাই বুঝি মনে পড়ে এমন দিবস
দেখিল না একজন।
সকল সম্পদ উজাড় করিয়া এল সাজিয়া এ দিন,
একটি মানব তাই পেল না দেখিতে।

তাই বুঝি মনে পড়ে, হে রহস্যময়,
সকল রহস্য আমি করেছি সন্ধান,
তোমার রহস্য শুধু খুঁজে মরে প্রাণ,
তোমারি রহস্য আছে, আছ নাকি তুমি ?
পরিহাস করিতেছ, জানি প্রতিদিন ;
জীবন হতেছে অন্ত,
নাহি ক্ষতি মানি
হাসি নিয়ে, আলো নিয়ে আসিছে প্রভাত।
ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, পাই নি খুঁজিয়া,
মন্দিরে দেউলে নাই,
নাহি মানবেতে,
মানবের প্রেমে নাই।
অনন্ত অসীমে
অপার রহস্য-মধ্যে যদি তুমি থাক।

দেখি দেখি পঙ্কশায়ী নিষ্ফল জীবনে
ক্ষণে ক্ষণে অতি তীব্র অমৃত-পিপাসা,
ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন হয় দেহের নিগড়,
অজানা সে কোন্ সত্তা ডাকে অকারণ ?

কুসুমের বন্ধনীতে বাঁধ দেহ যদি
ধরার যৌবনদীপ্তি,
তবু দেহ ত্যজি
মুক্ত মন উর্ধ্বে ওঠে যত উর্ধ্বে গতি,
যেখানে রহস্যময় একক ঈশ্বর।

একটি বিয়োগান্ত নাটিকা

(কথিকা)

অন্তঃ হতে উর্ধ্বে ওঠে বেদনার গান,
অসহ আঘাতে কাঁপে চিত্ত ম্রিয়মাণ।
হারিয়েছি পেয়ে যাহা, তাহারি সন্ধান
খুঁজে মরে দেশে দেশে বিমূঢ় পরাণ॥

আধুনিক নগরীর একটি আবাসে
হাসে দুটি আঁখি,
(তোমার নয়ন-তারা) অন্য নারী-পাশে
অনুরাগ মাখি।
শোনায় তাহাকে গীতি সুগম্ভীর স্বর
কত ছন্দ-জালে,
তোমারি চুম্বন তার অধরের 'পর,
তাহারি কপালে।

* * *

ডুবে যাব অতীতেই।
আত্মার দর্শন সহসা চমক দেয়
সুদূর মিশরে ;
অসংখ্য প্রস্তর-বক্ষে খুঁজি চিহ্ন কার ?
কার সে হাতের ছাপ ভগ্ন পিরামিডে ?
নীলনদ ব'য়ে যায়—খেজুরের বনে,
শস্যশ্যাম প্রান্তরেতে, পাহাড়ের বুকে,

পর্ণকুটিরেতে আর মিশরের গ্রামে
উন্মনা একেলা ফিরি। প্রত্নতত্ত্ব নয়,
প্রেমতত্ত্ব করিয়াছে উন্মাদ আমায়।
স্ফিংক্স্ যদি দেখিয়াছে সভ্যতার শেষ,
আমাকে কি বলিবে না দেখেছে কি তাকে ?
নীলনদে নীল জ্যোৎস্না,
রূপা-গলা নদী,
রহস্যআভাসস্তব্ধ সমাধি-ভবন।
স্তরে স্তরে কবরের নির্ম্মাণকৌশল,
অলিন্দে, স্তম্ভেতে কীর্ণ ফ্যারাওর নাম।
আমনের বন্দনায় উদ্ধত দেউল।
অনন্তের পূজা করে প্রাচীন মিশর,
রহস্যের বাসভূমি।
সেখানেই ভ্রমি
ভারতের পল্লীগৃহে একদা যে আমি
মেলেছি সরল চোখ বিস্ময়ে প্রথম ;
(পানা-ভরা পুকুরের বুকে পদ্ম-ঝোপ,
স্নেহ যেন বিগলিত মসৃণ সবুজে !)
সেই আমি মিশরীয় বালুবেলা তীরে
নিদর্শনলুব্ধ ভ্রমি কোন্ অতীতের ?

* * *

"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,...
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,—"
হে ভারত, কী আমারে শিখায়েছ তুমি ?

কই সে সংযম আর বৈরাগ্য আমার ?
কোথায় বুদ্ধের বাণী, বেদের ঝঙ্কার,
আধ্যাত্মিক ধারণায় গত মোহ-শোক
হে ভারত, যুগে যুগে স্বদেশে বিদেশে
বিলায়েছ চিরজয়ী আত্মার বন্দনা,
বিলায়েছ কৌপীনেতে রাজার মর্য্যাদা,
ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ রত্ন ক্ষণিক জগতে।
হে ভারত, শুধু বুঝি মোহান্ধ সন্তানে
দাও নাই সে চরম শান্তি উপহার ?
তাই বুঝি সভ্যতার সীমারেখা শেষে
অসভ্য আদিম যুগ টানে বারে বার ?
তাই বুঝি একেশ্বর-উপেক্ষায় চলি
শালীন সংযমপুত শান্ত তপোবনে,
উদ্দাম নাইল্ বক্ষে আনুগত্য এই
পশুমুখ দেবতার পায়ে উপহার ?

*　　*　　*

রূপা-গলা নীলনদে জাগ ওসিরিস্
অতলের হে দেবতা। জাগ আইসিস্,
জাগ তুমি সূর্য্যরূপী জীবনদেবতা
রা জাগ।
পাষাণের বিরাট প্রতীক,
অন্ধদৃষ্টি দিয়ে দেখ বন্দনা আমার,
বালুকার ধ্বংস-দেশে গ্র্যানাইট্ স্তূপে
পশুমুখী দেবতার পায়ে উপহার ॥

দেহ নয় ধ্বংসশীল—
মিশরের মামী
সমাধি-আধারে হাসে স্থির মৃত হাসি।
মৃত্যুর আবাস-গৃহ কঠিন প্রস্তরে
খুফুর বিচিত্র শিল্প। চলে ভোগারতি
মরণেরো পরপারে। ভুল ত্রুটি ভরা
পরকালতত্ত্ব যারা করেছে রচনা,
অনন্তের অন্বেষণ দেহের মাধ্যমে;
পাপিরাস্-পত্রে লিখে তুচ্ছ ছড়া হায়,
দেবতাকে ভুলিয়েছে একদা যাহারা;
অজ্ঞানতা, বিরাটতা বাহন যাহার
সে মিশরে আনুগত্য দিই উপহার॥

* * *

শিখেছ অনেক বিদ্যা; তবু চৌর্য্যরীতি
আশ্রয় করিয়া চল। গোপন পীরিতি
ধরা পড়ে জেনে রেখো। পশুর মতন
করেছ প্রবৃত্তি ধন্য। পূর্ব্বের জীবন
তাই ছিল পশুমুখী দেবতার দাস।
দেহ যাবে পরপারে ছিলই বিশ্বাস,
মানুষের কারুশিল্প শ্রেষ্ঠ অমরতা,
মৃত্যু ছিল নরতর সংসারের কথা!
তুমি তো মিশরে ছিলে, আমিও ছিলাম
এই জন্মে আজো তাই বক্ষে লেখা নাম,
তোমারি নামের লেখা শোণিত-অক্ষরে।
এক সূত্রে বাঁধা দোঁহে জন্ম-জন্মান্তরে॥

প্রতারণা কর তুমি,
করি না তো ক্ষমা,
(হে ভারত, কোথায় সে ক্ষমার সঙ্গীত ?)
হিংসা জ্বলে দেহমনে,
মুষ্টিবদ্ধ কর
প্রতিঘাত করি আমি।
বিজাতীয় ভাব রক্তে বয়ে খরতর ;
স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশের পথে পথে
করি বিচরণ।
ক্ষুব্ধ হাহাকারে কাঁদে শান্ত তপোবন।
তোমার পশ্চাতে ছুটি অদেখা সুদূরে
তোমাকে খুঁজিয়া ফিরি,
হারাই কখনো, কখনো বক্ষেতে পাই।
এ জনমে দূরে,
এ জনমে আছ তুমি অন্য নারী পাশে।
তাই খুঁজি জন্মান্তরে
প্রাচীন মিশরে॥

* * *

সর্পের গতি নীলনদ-রেখা ;
সর্পের তাজ শিরে
ফ্যারাও বসেছে রাজাসন জুড়ে, হোরাস দেবের দূত।
তুমি দাঁড়াইলে সাদা পোশাকেতে,
আমিও দাঁড়াই পাশে।
আদেশ আসিল, "পাথর ক্ষোদিয়া সমাধি-ভবন গড়।
গড় পিরামিড গড় পিরামিড
গড় পিরামিড সবে ;

মৃত্যু আসিবে তাহারি মধ্যে
বাজিবে বিজয়-গীতি,
ধ্বংসে এড়া'য় সমাধি-গুহায়
রোধিব কবাট যবে,
ঘেরিয়া থাকিবে চারি পাশে শুধু
পুরনো জীবন-স্মৃতি।"
লক্ষ শিল্পী রাজার আদেশে পাথর কাটিয়া গড়ে
বিরাট মূর্ত্তি বিকট ভবন বিংশ বর্ষ ধ'রে,
নয়ন-সলিলে হাতুড়ি বাটালি সিক্ত করিয়া গাঁথে
প্রতিটি পাথর মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতিটি পাথর সাথে।
প্রেম অবসান—
অনুগতা আমি নীরবে চাহিয়া দেখি—
গড় পিরামিড হাতিয়ার হাতে, হে ওস্তাগর তুমি ;
দিনরাত নাই, কর্ম্মের কশা পিঠে লাগে অবিরত,
পিছনে সজাগ ফ্যারাওর বাণী, 'গড় পিরামিড তুমি।'
মৃত্যু এড়াতে মিশরের রাজা,
(নীলনদে যার বাস,
সর্প যাহার শিরের ভূষণ,
ফ্যারাও যাহার নাম।)
মৃত্যু-আদেশ ঘোষণা করিল দুইটি জীবন প্রতি।
দিবারাতি নাই, কর্ম্মের কশা তোমাকে হানিয়া যায়—
"আরো তাড়াতাড়ি, গোনা কটি দিন হয়তো ফুরিয়ে যাবে!
মামীর আধার প্রস্তুত আছে, সমাধি-ভবন কই?"

মনে নাই তার কিবা ছিল নাম,
'তিয়ি' 'নেফারএত'—

গন্ধ বসন আভরণ নিয়ে এসেছিল পিরামিডে,
সমাধি-কক্ষে সাজিয়ে রাখিতে ভবিষ্য প্রয়োজনে
দয়িতের সব পারের পাথেয়।   সহসা মিলিল চোখ
কাঁপে পিরামিড, কাঁপিল স্বর্গ, কাঁপিল মর্ত্ত্যলোক ॥

*   *   *

ফিরে আসে মন আবার নগরে ;
উভয় জগৎ ব্যেপে অসহায় মন
শিশুর মতন
খালি ছুটোছুটি করে।
তাহারি নয়নে রসাতল-মায়া তোমাকে বেঁধেছে পুনঃ,
মামীর অধরে শতচুম্বন বৃথা এঁকে যাও, প্রিয়।
নয়ন তাহার আজো রসাতলে তোমাকে ডাকিয়া যায়,
নীলাম্বরীর আঁচলে তাহার তোমারি মৃত্যু-লেখা।
(ক্ষীণ বাহু দুটি ধরিয়া রাখিতে তোমাকে পারে না আর !)
রক্ত-অধরে মৃত্যু-আসব—ফিরে এস প্রিয়তম।
ফিরে এস এই ব্যাকুল বক্ষে,
চুলের বনের মাঝে
লুকিয়ে রাখিব, কখনো ফ্যারাও জানিবে না সন্ধান।
নীল শাড়ি তার মৃত্যু-পতাকা,
তবুও তাহারি কাছে
আঁখি দুটি হাসে, কণ্ঠ তোমার শোনায় নবীন গান ॥

*   *   *

বালুর স্তূপেতে ঢাকা পিরামিড।
কাঁপিল হৃদয় মন,
ফ্যারাও-মহিষী, চুম্বনে তার নাইলের স্রোত-বেগ।
হাতিয়ার ফেলে শুভ্র প্রাসাদে চোরের প্রথায় যাও,

মিশরের রাত দেখে অনিমেখে অভিসার প্রণয়ীর,
লক্ষ তারায় চেয়ে দেখে রাত লক্ষ আত্মা যেন
দেবতার বরে জ্যোতিষ্করূপে মৃত মানবের প্রাণ
নিম্নে তাকায়—ফ্যারাও-মহিষী করেছে আত্মদান
স্বর্ণ-গ্রথিত, কিংখাব-ঢাকা, হস্তিদন্ত-মেলা
প্রেমের আসন।
আর মরুদেশে আমার চোখের জল
বিন্দু বিন্দু ঝরে নির্জনে বিমুখী বঁধুর পথে।

পিরামিড জাগে ধ্বংসের রূপে।
শেষ প্রস্তরতলে,
জীবন্ত তুমি মরণ-শয্যা নির্মিলে নিজ হাতে।
ফ্যারাও আবার আদেশ জানাল—
"গড় শবাধার তুমি,
আপন মৃত্যু-সৌধ তোমার গড়াও আপন হাতে।
রাণীরে হত্যা কর তিলে তিলে, ইথোপীয় প্রহরীরা,
সর্পবিষের ক্ষুদ্র মাত্রা রক্তে মিশাও রোজ
কেহ জানিবে না হীন কারিকর
প্রেমিক আছিল তার।
মামী কর তাকে,
পিরামিডে দেব সেই শব উপহার॥"

* *

আজও সেই মিশরের উদ্দাম তটিনী
আজও করে ঝলমল জ্যোৎস্নার জালে;
শীতল বাতাস আসে,
লক্ষ পুষ্প হাসে;

মরুভূমি বালুকার যেন গলা-সোনা।
স্ফিংক্স, তুমি ব'লে দাও দেখেছ তাহারে,
যে জন করেছে ভুল ?
আজও ভুল করে,
আজও সে চুম্বন আঁকে মামীর অধরে,
আমি তাই একা ফিরি প্রাচীন মিশরে ॥

বিদায় নাবিক

বিদায় নাবিক !
উত্তাল তরঙ্গ ডাকে ফেন-বাহু মেলে,
অনন্ত অসীম ডাকে দূর দিগন্তরে,
কত দেশ দেখ নাই
নয়ন উপরে
অদেখা সে ছবি ভাসে,
জল করে কেলি।
ভাসালে তরণী ফের—
কোন্ আঘাটায়
আসিবে তরণী তা তো জান না এখনও,
আমিও জানি না বন্ধু,
সাগর-বেলায়
সিবিলের পথ চেয়ে থাকিব তখনও।

তোমার চোখের নীল সমুদ্রের জল
আমাকে ব্যাকুল করে, শোণিতে আমার
বাজায় তোমার গীতি সহস্র অতল,
সহস্র সাগর ডাকে—ডাকে বারে বার।
তবু তো বলিতে হয়, 'বিদায় নাবিক'।
তুমি তো আমার নও, আমি না তোমার ;
যন্ত্র মেপে প্রতিক্ষণে লক্ষ্য কর ঠিক,
আমি থাকি চিরস্থির,
বিদায় নাবিক !

কম্‌রেড

কি হবে 'সেনেকা' পড়ে? সেনেকার লেখা
আর ভাল লাগে না যে, বই রেখে দিয়ে
তার চেয়ে মুখোমুখি এস কথা কই—
সুখে দুঃখে বিজড়িত জীবনের কথা।

তোমার জীবনে বন্ধু, বৈশাখের ঝড়
ভেঙে চুরে দিয়ে গেছে,—সেই ধ্বংস-স্তূপে
আমার পায়ের দাগ কেন মিছেমিছি
চেয়েছি আঁকিতে আমি চিরদিন ধরে?

তোমার বেদনা কেন বল নাই আগে?
এ বিয়োগ-নাটিকায় আমার প্রবেশ
নিষেধ জানিলে আর বৃথা পুষ্পশরে
বন্দনা না করিতাম রূপবর চেয়ে!

দূরে আজ ফেলে দাও তুচ্ছ 'সোফোক্লিস্',
অডিপুস্ হার মানে তোমার ব্যথায়।
সোফোক্লিস্ লিখে গেছে অনুভূতি হীন,
তুমি হায় বুঝেছ যে প্রতি পলে পলে।

প্রতি পলে বুঝে গেছ অশ্রুর মর্যাদা,
চিত্ত বন্ধু মৃত তাই জীবন-শ্মশানে।
আমরা করেছি ভুল বাহিরটা দেখে,
আমরা করেছি ভুল—'সুখী এই' ভেবে।

ইন্‌টেষ্টিনাল্‌ অ্যালার্জি

বেদনার সিন্ধুতলে ডুবে যাই আমি,
প্রতি অঙ্গে জড়িমার মন্দ আন্দোলন,
পদতল আকুঞ্চিত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
বেদনায় কেশমূলে বাজে শিহরণ।

অঙ্গুলির বৃন্ত যেন নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়,—
অর্দ্ধচন্দ্র নখরেতে অগ্নির প্রদাহ,
অধর বিশুষ্ক আর কম্পিত ব্যথায়,
দূরে গেছে দৈনন্দিন জীবন-উৎসাহ।

বক্ষ জ্বলে অনির্ব্বাণ খাণ্ডব-দাহনে,
অন্ত্র যেন বর্শাবিদ্ধ বেদনার রণে,
কণ্ঠ হয় শ্বাসহীন, বৃশ্চিকের জ্বালা
শত শত অনুভূত দেহ-কণ্ডুয়নে।

বেদনার সিন্ধুতলে অচেতন আমি,
ভাল কেউ বাস যদি দেখ সিন্ধুজলে,
যেই তনু অমৃতের পরম প্রকাশ,
বিষের সাগর আজ ওঠে পলে পলে।

একটি সনেট

মৃত্যু যদি বাম হস্তে ধরেছিল কেশ,
এক পদ রথে অন্য পদ ধরাতলে ;
অন্ধকার গহ্বরেতে চিতাকাষ্ঠ জ্বলে,
নিরাশার পঙ্ককূপে আনন্দ নিঃশেষ ;
আমি জানিতাম প্রেমে দেহ অবশেষ ;
আপন সমাধিবক্ষে অস্থিমাল্য গলে,
জীবন্তে এনেছি মৃত্যু প্রতি পলে পলে,
তুমি দিলে কল্পনায় নিবিড় আশ্লেষ।

নিজেকে পেলাম ফিরে ক্ষণ-ছোঁয়া লাগি,
দেখিলাম আজও চিত্তে অমৃত সন্ধান,
মৃত্যুরে আড়াল করে দাঁড়ালে প্রেমিক ;
বিরহী দেউলে ওঠে সুপ্ত দেব জাগি,
বুঝিলাম আজও চিত্তে অলকা নির্মাণ,
পথহারা তমিস্রায় চিনিলাম দিক।

টীকা

জুপিটার

সেমেলি = গ্রীক পুরাণখ্যাতা, কাড্‌মাসের কন্যা। জুপিটার তাঁহাকে ভালবাসিতেন। জুপিটার-পত্নী জুনোর ঈর্ষামন্ত্রণায় সেমেলি জুপিটারের স্বকীয় মূর্তি দেখিতে চাহিয়া বজ্রাগ্নিতে ভস্মীভূতা হয়।

লেডা = হেলেনের জননী এবং স্পার্টার রাজমহিষী। রাজহংস-বেশে জুপিটার তাঁহাকে প্রেমদান করেন বলিয়া গ্রীকপুরাণে প্রসিদ্ধি আছে।

'অলিম্পিয়া'-দেবকুল = Olympian gods, অলিম্পাস পর্বতের শিখরে মেঘলোকে গ্রীক দেবকুলের বাস। এই স্থানে ইলিসের 'অলিম্পিয়া' বুঝানো হইতেছে না।

সাইক্লোপ (কুক্লোপস্) = গ্রীকপুরাণোক্ত বিশালদেহ, গোলাকার-অক্ষিবিশিষ্ট জাতিবিশেষ। গ্রীক এবং রোমান লেখকদের মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে।

দ্বিচারিণী

মীরা = রাণাকুম্ভের মহিষী মীরাবাঈ।

মিশরমহিষী = ক্লিওপ্যাট্রা। শেক্সপীয়রের 'Antony and Cleopatra' নাটকের বিষয় বলা হইয়াছে।

সকলি প্রেমের তরে = 'All for love'. একই বিষয়বস্তু লইয়া Dryden তাঁহার নাটিকা 'All for love' লেখেন। 'প্রেমের জন্য সব'—ইহা তাঁহার প্রতিপাদ্য।

নরক

কারন=গ্রীকপুরাণে অধোলোকের চতুষ্পার্শে প্রবাহিত Styx নদীর খেয়ামাঝি। মৃত্যুর পর আত্মাকে পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার তাহার উপর।

দান্তের নরক-দৃশ্য···=দান্তের 'Inferno'.

ভার্জিলের মহাগীতি···=ভার্জিলের 'Aeneid'-এ-নরক-দৃশ্য।

হোমারের 'অডিসাসে' (অডুসিউস্)=হোমার রচিত 'Odyssey' মহাকাব্যে নায়ক ইউলিসিসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী পীনেলোপীকে বিবাহ করিবার জন্য একদল ব্যক্তি নানারূপ উপদ্রব করিতেছিল। ইউলিসিস প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়ে মিলিয়া তাহাদের হত্যা করেন। মৃতব্যক্তিদের আত্মাদিগকে স্বর্ণদণ্ড দ্বারা বাদুড়ের ন্যায় বিতাড়িত করিয়া হার্মিস হেডিসে লইয়া গেলেন। তাহার পরে অবশ্য তাহাদের অন্যত্র লওয়া হয়।

শ্রীমধুসূদন='মেঘনাদবধ কাব্য' অষ্টম সর্গ দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণনির্মিত এক তুলাদণ্ড···=দেবরাজ জেউসের এই বর্ণনা আমরা হোমারের 'Iliad'-এ পাই।

আশা ত্যাগ করি···=দান্তের 'Divina Commedia'-এর Inferno অংশ। মহাকবি ভার্জিলের পশ্চাতে নরকের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া দান্তে দেখিলেন কতকগুলি কথা লিখিত রহিয়াছে। Cary-র ইংরেজী অনুবাদ—···"All hope abandon, ye who enter here."

প্রেত-স্বস্ত্যয়ন

এলিয়ট, ধ্বংসের নগরী=T. S. Eliot বিরচিত "The Waste Land' কাব্য উল্লেখিত হইয়াছে।

চরম বিচারের দিন

ইন্‌ফার্নো = মহাকবি দান্তে বিরচিত 'Divina Commedia'-এর Inferno.

'হেরেটিক'-দহন = Inferno-তে আমরা হেরেটিক্‌-দহনের বৃত্তান্ত পাই।

'ফ্রাঞ্চেস্‌কা' = পাওলার প্রতি অবৈধপ্রেমের জন্য ফ্রাঞ্চেস্‌কা নরকবাস করেন। দান্তের সহিত তাঁহার দেখা হয়। (Inferno)

'কার্‌বেরাস' = নরকের প্রহরী বীভৎস আকৃতির কুকুর। তাহার তিনটি মস্তক। তাহার নখরের নীচে সে প্রেতাত্মাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। (Inferno)

সময় = অনন্তকাল, Eternity

'বিয়াত্রিচে' = দান্তের মানসী।

হেরা = স্বর্গসাম্রাজ্ঞী জুনোর গ্রীক্ নাম।

জেউস = স্বর্গসম্রাট জুপিটারের (ইউপিটার) গ্রীক নাম।

সরু পথ, বিশাল সড়ক = Bible দ্রষ্টব্য।

কেণ্টর = অর্ধঘোটক অর্ধমানব বন্যজাতি। অশ্বারোহণে তাহাদের নৈপুণ্য ছিল।

ঈস্কিলাস-(আইস্‌খুলস্‌)-এর মৃত্যুর সাথে = সমালোচক বলেন, গ্রীকদিগের সকল প্রাচীন দেবদেবীর গ্রীক নাট্যকার ঈস্কিলাসের সহিত জীবনান্ত হইয়াছিল। ঈস্কিলাসের মত উদাত্তভাবে তাঁহাদের আর কেহ বন্দনা করিতে পারেন নাই।

'রাফাইল-আঁকা দিব্য তূর্য··· = বিশ্ববিখ্যাত ইটালিয়ান শিল্পী রাফাইলের 'Saint Cecilia' চিত্রখানি দ্রষ্টব্য।

সাফো = গ্রীক মহিলা কবি সাফো পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি বলিয়া খ্যাতা। তাঁহার সম্বন্ধে Plato বলেন—"Some say there are nine muses; but they are careless, for look! There is Sappho of Lesbos who is a tenth."

সালোমন=ইজ্‌রেলের তৃতীয় নৃপতি, জন্ম জেরুসালেমে। জ্ঞান এবং ধনের জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি।

'সকল গানের গান'=Song of songs. Old Testa-ment-এর এই অংশের রচনাকর্তাকে লইয়া মতদ্বৈধ আছে। পরবর্তী যুগ বলেন, উহা এই সোলোমনের রচনা নহে।

প্রত্যাশা

সপ্তচ্ছদতলে···সুন্দরী সালোমে···=ইহুদীরাজকন্যা সালোমে। তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া পিতৃব্য হেরদ শাসনকর্তা হইলে সালোমের জননী হেরদিআস হেরদকে বিবাহ করেন। সিদ্ধপুরুষ ইওকানানের প্রতি সালোমে আসক্ত হন, কিন্তু ইওকানান তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় সালোমে ক্রুদ্ধ হইয়া হেরদের সম্মুখে একান্ত অভীষ্ট কোন বস্তু প্রার্থনা করিয়া সপ্তাবগুণ্ঠনতলে নৃত্য করেন। হেরদ সালোমের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া অভীষ্ট দ্রব্য দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সালোমে একখানি রৌপ্য-থালায় ইওকানানের ছিন্নমুণ্ড প্রার্থনা করেন।

পীনেলোপী

নোসিকা=ফিয়াকিয়ার রাজকন্যা, ইউলিসিস তাঁহার দেশে জাহাজ-ডুবি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অঙ্গবাস=ইউলিসিস্‌-পত্নী পীনেলোপীকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার জন্য একদল লোক অতিশয় উত্যক্ত করিয়া তুলিল। পীনেলোপীর মনে বিশ্বাস ছিল ইউলিসিস একদিন ফিরিয়া আসিবেন। অথচ লোকগুলিকে সত্য কথা বলিয়া শত্রু করিবার সাহসও অসহায়া পীনেলোপীর ছিল না। তাই তিনি একটি পোশাক তাহাদের দেখাইয়া বুনিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন যে, পোশাকটি শেষ হইলেই তিনি একজনকে বিবাহ করিবেন।

কিন্তু তিনি দিনে যতটুকু বুনিতেন, রাত্রে আবার ততটুকু খুলিয়া রাখিতেন। এইভাবে সময় যাইতে লাগিল।

আণ্ড্রোমাকী=ট্রোজান রাজকুমার হেক্টরের পত্নী। ট্রয় ধ্বংসের পর বিধবা আণ্ড্রোমাকী গ্রীকদিগের হস্তে ধৃত হন।

একটি বিয়োগান্ত নাটিকা

পিরামিড=মিশরের রাজাদিগের সমাধির উপরের স্তূপ।

'স্ফিংক্স্'=পুরাণোক্ত একপ্রকার অদ্ভুত জীব, অর্ধদেহ তাহার সিংহের, মুখমণ্ডল নারীর। গ্রীকদেশে এই স্ফিংক্স্ দেখা যায়, আবার প্রাচীন মিশরেও অজস্র প্রস্তরনির্মিত স্ফিংক্সের মূর্তি পাওয়া যায়। মিশরের প্রধান মূর্তির মুখমণ্ডল পুরুষের। নানারূপ ধাঁধার সৃষ্টি স্ফিংক্সের স্বভাব।

খুফুর= মিশরের নৃপতিদিগের মধ্যে অন্যতম। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পিরামিড ইনি নির্মাণ করান।

সর্পের তাজ=মিশরের রাজচিহ্ন।

'হোরাস' দেবের দূত=মিশরের ফ্যারাওগণ (ফেরো) নিজেদের হোরাসদেবের প্রেরিত প্রতিনিধি বা দূত বলিতেন।

সাদা পোশাকেতে=প্রাচীন মিশরে কারিকর-শ্রেণীর লোকেরা (artisan) সাদা পোশাক পরিধান করিত।

বালুর স্তূপেতে ঢাকা পিরামিড=পিরামিড নির্মাণকার্য শেষ হইলে শেষ আস্তরণ বালি দিয়া ঢাকা দেয়।

'শুভ্র প্রাসাদ'—White House. মিশরের রাজকীয় অট্টালিকা।

লক্ষ আত্মা যেন···=প্রাচীন মিশরে বিশ্বাস ছিল যে, মানবের আত্মা মৃত্যুর পর আকাশে জ্যোতিষ্করূপ ধারণ করিয়া নিম্নে তাকাইয়া ধরাবাসীদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে।

বিদায় নাবিক

'সিবিল'=গ্রীকপুরাণোক্তা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্না কয়েকজন নারী। তাহাদের একজনের প্রতি আপোলো অনুরক্ত হইয়া অশেষ

দীর্ঘজীবন দান করেন, কিন্তু সে তাঁহাকে প্রতিদান না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া যৌবন বা স্বাস্থ্য দিলেন না। ফলে সিবিল নিরানন্দ সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কম্‌রেড

'অয়ডিপুস' = সোফোক্লিস রচিত 'Oedipus Tyrannus' নাটিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। থিব্‌সের রাজকুমার অয়ডিপুস ভাগ্যদোষে নিজের অজ্ঞাতসারে জনককে হত্যা ও জননীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অয়ডিপুসকে তাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি বলা হয়।

ছন্দ ও অভ্যস্ত উচ্চারণের অনুরোধে স্থানে স্থানে বৈদেশিক শব্দগুলির প্রকৃত উচ্চারণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।